১৬-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হল বাবার জ্ঞানের চমৎকার যে তোমরা জ্ঞান ও যোগবলের দ্বারা একেবারে পবিত্র হয়ে যাও, বাবা এসেছেন তোমাদের জ্ঞান দিয়ে জ্ঞান-পরী বানাতে"

প্রশ্নঃ- বাবার এই চমৎকারের পরিবর্তে বাচ্চারা বাবাকে ইন-এডভান্স কি পুরস্কার দিয়ে থাকে ?

উত্তর :- বাবার কাছে সমর্পিত হয়ে বাচ্চারা বাবাকে ইন-এডভান্স পুরস্কার দেয়। এমন নয় বাবা প্রথমে সুন্দর করবেন তারপরে বাচ্চারা সমর্পণ করবে। এখনই পূর্ণ রূপে সমর্পিত হতে হবে। শরীর নির্বাহ করতে করতে, ঘর সংসারের দায় দায়িত্ব পালন করতে করতে শ্রীমৎ অনুসারে চলা-ই হল সমর্পিত হওয়া। এই পুরানো দুনিয়া তো তুচ্ছ বস্তুতে ভরা, এইসব থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে বাবা এবং নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করতে হবে।

গান: তুমি হলে প্রেমের সাগর, তোমার এক বিন্দু প্রেমের পিয়াসী আমরা....।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে বাবা সামনে বসে আছেন এবং যারা দূরে বসে আছে , সকলের জন্যেই বলছেন , তাদেরও তো শুনতে হবে। বাচ্চারা জানে যে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাহলে এঁনার মধ্যে অবশ্যই জ্ঞান ভরা থাকবে তাইনা! যেমন সন্ন্যাসীরা হল বিদ্বান তো তারা নিজেদের বিদ্বান ভাবে। বাচ্চারা জানে পরম পিতা পরমাত্মা , মাতা পিতার সামনে বসে আছি। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান দ্বারা সদগতি হয়। জ্ঞানের সাগর থেকে যেন জ্ঞানের কলস ভরা হয়। সাগর তো সর্বদা ভরপুর থাকে তাইনা। সাগর থেকে কত জল সম্পূর্ণ দুনিয়া প্রাপ্ত করে। কখনও শেষ হয়না, অসীম জলরাশি। বাবাও হলেন জ্ঞানের সাগর , যত দিন জীবিত থাকবে তত দিন জ্ঞান প্রাপ্ত হতেই থাকবে। তিনি হলেন সদা ভরপুর। একটু খানি জ্ঞান রত্ন দান করেন , তাতেই সম্পূর্ণ সৃষ্টির সদগতি হয়। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর , শান্তির সাগর , সুখের সাগর , ওঁনার সঙ্গ দ্বারা পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত হওয়া যায়। তোমরা হলে জ্ঞান গঙ্গা, যেমন মান সরোবর হয় কিনা। সরোবর হল বিশাল পুকুর। তাও কৈলাশ পর্বতের ওপরে দেখানো হয়। ভাবে বিশাল সাগর , যাতে ডুব দিয়ে মানুষ পরী হয়ে যায়। পরী শব্দের অর্থ তো বোঝেনা। পরীরা খুব সুন্দর হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা আমাদের জ্ঞান স্নান করিয়ে এমন সুন্দর শোভনীয় জ্ঞান পরী করে দেন। সেখানে তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকে। এখানে কাজল ক্রিম ইত্যাদি লাগিয়ে শৃঙ্গার করে। এই হল আর্টিফিসিয়াল বিউটি । তত্ব হল তমো প্রধান। সেখানে তত্ব হল সতো প্রধান হয়। দেবতাদের মতন সুন্দর আর কেউ নয়। এখানকার সৌন্দর্যে হেল্থ তো থাকেই না। সেখানে হেল্থও ভালো, সৌন্দর্যও ভালো। বাচ্চারা ভাবে বাবা চমৎকার করেন। মানুষ মার্বেল পাথরের বিশাল মূর্তি তৈরি করে অথবা ভালো আর্ট দ্বারা ছবি তৈরি করে , ফলে অনেক পুরস্কার অর্জন করে। এবারে বিচার করো বাবা জ্ঞান ও যোগবলের দ্বারা আমাদের কি থেকে কি তৈরি করে দেন। এইটি তো বাবার চমৎকার । জ্ঞান এবং যোগের বলিহারি। বাবার চমৎকার দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান বলের দ্বারা আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায় । ৫ তত্ব পবিত্র হয় , ফলে ন্যাচারাল বিউটি থাকে। কৃষ্ণ গৌর বর্ণ ছিল। মায়া শ্যাম করেছে। নতুন দুনিয়ায় ও পুরানো দুনিয়ায় তফাৎ তো থাকেই তাইনা। প্রতিটি জিনিষ সতো প্রধান , সতো, রজো তমো হয়। দুনিয়া-টাও এইরকম হয়। মানুষ যেমন তার বৈভব সেইরকম হয়। বিত্তবান দের বৈভব উচ্চ মানের হয় তাইনা। সুতরাং বাবা হলেন অতি প্রিয় , আমরা ওঁনার-ই

মহিমা করব। বাবা নিজে তো বলবেননা যে -- আমি অতি প্রিয়। বাচ্চারা বাবার মহিমা গায়ন করে। বাবা বলেন আমি তোমাদের জ্ঞান যোগের দ্বারা কিরূপে পরিণত করি। বাবা কি পুরস্কার প্রাপ্ত করেন। বাবা পেয়ে যান অগ্রিম পুরস্কার অর্থাৎ বাবার কাছে বাচ্চারা সমর্পিত হয়। তোমরা গায়নও কর আমরা তোমার কাছে সমর্পণ করি , তো প্রথমে সমর্পণ করতে হবে তাইনা। এমন নয় যে বাবা প্রথমে সুন্দর করবেন তারপর সমর্পণ করা হবে। সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে। সেই রহস্যটিও বাবা বুঝিয়েছেন। এমনও নয় সবাইকে এসে বাবার কাছে বসতে হবে। তোমাদের শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। তিনি হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা। ওঁনাকে আত্মাদের রচয়িতা বলা হবেনা। সৃষ্টির রচয়িতা বা স্বর্গের রচয়িতা বলা হবে। যদিও আত্মা এবং ড্রামার এই খেলা হল অনাদি। কিন্তু এইসময় পুরানো দুনিয়াকে নতুনে পরিণত করেন। পরিবর্তন করেন। শরীর তো বিনাশী। বাবা এখন আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করে দেন। বেহদের আয়ু প্রাপ্ত করি। স্বর্গে সকলের এভারেজ আয়ু ১৫০ বছর হয়। এখানে তো কারো আয়ু এক বছরও হয়। কারো এক মাসও হয় না। জন্ম নিতেই মৃত্যু হয়। সেখানে এমন হয়না। সবার আয়ু বেশী থাকে। নিয়ম অনুযায়ী বাসন তাড়াতাড়ি ভাঙ্গেনা (দেহ ত্যাগ হয়না)। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে এখন অনেক পরিশ্রম করতে হবে। তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা বাবার সহযোগী। তোমরা জানো যে এই সময় হল রাবণের রাজ্য, সবাই এখানে বিকারী। ওই বিকারীদের থেকে সন্ন্যাসীরা আলাদা হয়ে যায় তখন সৃষ্টি রচনা হয়না। সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস রূপী সৃষ্টি রচনা করবেন অর্থাৎ মুখের দ্বারা নিজ সম সন্ন্যাসী তৈরি করবেন। তাদের বংশধর বলা হবেনা। বংশধর গৃহস্থ আশ্রমে বাস করে। সত্যযুগে বংশধর ফুলের মতন হয়। সন্ন্যাসীদের বংশধর হয়না। তারা সীমিত। এই টি হল অসীম , আন লিমিটেড কিনা। গৃহস্থ আশ্রম বলা হয়। বাস্তবে আশ্রম হল খুব উঁচু তে। আশ্রম পবিত্র হয়। বিকার যুক্ত গৃহস্থকে আশ্রম বলা হবেনা। বাবা পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ধর্মীয় করেন , মায়া রাবণ অধর্মী করে। মানুষ এখন হয়েছে অধর্মী। ধর্মী , অধর্মী মানুষদের বলা হয়। পশুদের নয়। সুতরাং বাবা এসে ধর্মী করেন , মায়া অধর্মী করে। কিন্তু তাঁকে কেউ জানেনা। যেমন ঈশ্বরকে কেউ জানেনা তেমনই মায়াকেও জানেনা। পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলে দেয় সর্বব্যাপী। কিন্তু সর্বব্যাপী হল ৫ বিকার। এই সময় ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে অর্থাৎ সবেতেই ভগবানের স্মৃতি আছে। এমন নয় যে উনি হলেন সর্বব্যাপী। ৫ - টি বিকার হল দুঃখের কারণ। তাই ভক্তগণ অনেক দুঃখে ভগবানকে স্মরণ করে। তবুও বলে দেয় সুখ দুঃখ সবই ভগবানের দান। রাবণের নাম ভুলে যায় আর ধন সম্পত্তিকে মায়া ভেবে নেয়। ধন-কেই সম্পত্তি বলা হয়। এই সময় সব মানুষ হল রাবণের গোলাম। তোমরা এসে ঈশ্বরের গোলাম হয়েছ। তারা রাবণের কাছে দুঃখের বর্সা প্রাপ্ত করে। তোমরা বাবার কাছে সুখের বর্সা প্রাপ্ত কর। বাবা এসে মাতাদের গুরু পদ মর্যাদা প্রদান করেন। এখানে বলা হয় স্বামী হল স্ত্রী-র গুরু, কিন্তু সে তো আরও পতিতে পরিণত করে। দ্রৌপদীও বলেছিল আমার সম্মান রক্ষা করো। এখন বাবা বলেন এই কন্যাদের হাতেই উদ্ধার কার্য সম্পন্ন করা হবে। কন্যাদের গায়ন আছে , কুমারী সে-ই শ্রেষ্ঠ যে পিতার কুল ও শ্বশুর কুলের ২১ জন্মের জন্যে উদ্ধার করে। এই সময় তোমরা কুমারী হয়েছ কিনা। মাতারাও কুমারী হয়ে যায়। ব্রহ্মাকুমারী কিনা। সুতরাং তোমাদের এই সময়ের মহিমার - ই গায়ন প্রচলিত আছে। কুমারীরা চমৎকার কাজ করেছে। বাবা-ই কুমারীদের আপন করেছেন। তাই নামের মান রাখতে হবে। মাতারাও ঈশ্বরের কোলে এসে কুমারী স্বরূপে পরিণত হয়। কন্যাদের মহিমা হল এমনিতে শুধুমাত্র গায়ন । এখন সেই সব প্রাক্টিক্যালে বাবা তোমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলছেন। বাবা কুমারীদের আপন করেছেন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আবার নীচে নেমে আসা-টা খুব মুশকিল হয়ে যায়। এখনও বলা হয় যে -- অকারণে বিবাহ হয়েছে। সন্তান জন্ম নিলে মোহ মমতার টান

উৎপন্ন হয় যায়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন অর্ধকল্প কন্যাদের বিবাহের বন্ধনে যুক্ত করে বিকারী করেছে। এখন বাবা এসে বলছেন পবিত্র হও। দেখছ তো পবিত্রতায় সুখও আছে সম্মানও আছে। সন্ন্যাসীদের কত মান দেওয়া হয়। তারা বন্ধন মুক্ত হয়ে থাকেন। সে হল পবিত্রতার বল, কোনো যোগ বল নয়। যোগ বল শুধু তোমাদের কাছে আছে। তাদের হল তত্ব যোগ , সেটি হল থাকার জায়গা । যেমন ৫ তত্ব হয় সেইটি হল ষষ্ঠ তত্ব , তাকেই ব্রহ্ম ঈশ্বর বলে দেওয়া হয় তাই সেই যোগ হল আর্টিফিসিয়াল। সেই যোগের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয়না, তাই গঙ্গা স্নান করতে যায়। যদি নিশ্চয় থাকতো যে সেই যোগের দ্বারা পবিত্র হয় যায় তবে গঙ্গা স্নান করত না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাদের যোগ নিয়ম বিরুদ্ধ। যেমন হিন্দু কোনও ধর্ম নয় তেমনই ব্রহ্ম কোনও ঈশ্বর নয়। থাকার জায়গাকে ঈশ্বর ভেবে নেয়। এইসব বাবা এসে বোঝান। তাই কুমারীরা বোঝাতে পারে। আমরা বী. কে. রা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির রাজ্য তৈরি করি। বাবা বলেন মাতাদের নাম উজ্জ্বল করতে হবে। পুরুষদের এই বিষয়ে সাহায্য করা উচিত। তারা পবিত্র থাকতে চাইলে পবিত্র থাকতে দাও। তাই বাবা এসে প্রথমে মাতাদের এবং কুমারীদের জ্ঞান প্রদান করে আপন করেন। শিব বংশী তো সবাই , তারপরে ব্রহ্মাকুমার ও কুমারী হয়। কুমার আছে কিন্তু কম। কুমারীরা আছে বেশী। তোমাদের স্মারক চিহ্ন স্বরূপ মন্দিরও আছে একুরেট। মানুষ ভাবে বিকার ছাড়া সৃষ্টি কিভাবে হবে। বাবা বলেন এখন এই দুঃখ দায়ী পতিত সৃষ্টি চাইনা। তাই অবশ্যই পবিত্র হয়ে থাকতে হবে। গভর্নমেন্টও বলে জন্মদর কম হোক কারণ তারা ভাবে এত অল্প কথা থেকে আসবে। তারা পবিত্রতার কথা বোঝেনা। তোমরা জানো এখন শিবালয় স্থাপন হচ্ছে। বেহদের দুনিয়া শিবালয়ে পরিণত হয়। তারা তো একটি মন্দিরের নাম রেখেছে শিবালয়। সে হল হদের শিবালয়। এইটি হল বেহদের শিবালয়। সম্পূর্ণ স্বর্গকে শিবালয় বলা হবে। শিব দেবী দেবতাদের রচনা করেছেন। তাঁদের মন্দির রয়েছে। স্বর্গ হল চৈতন্য শিবালয়। তারপরে বেশ্যালয়ে পরিণত হয়। চৈতন্য দেবতাদের জড় মন্দির তৈরি করে বিকারী জন তাঁদের পূজো করে। শিবালয়ের নির্মাণ শিববাবা করেন। শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা হল সহযোগী। শক্তিদের সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্য তাদের নাম ডাক রয়েছে বেশী। কন্যাদের সংখ্যা বেশী আছে। শিববাবা তোমাদের আপন করেছেন। কৃষ্ণ ছোট রাজকুমার আপন করবে কিভাবে। কৃষ্ণ নিজেই স্বয়ম্বর করে মহারাজা হয়। সুতরাং এখানে শিববাবা কংস পুরী থেকে মুক্ত করে কৃষ্ণ পুরী সত্যযুগে নিয়ে ছিলেন। এই হল কংস পুরী। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়া হল এক দিকে ও তোমরা কয়জন কন্যারা হলে অন্য দিকে। অর্ধকল্প মানুষ উল্টো বুঝেছে। বাবা এসে সোজা করে বুঝিয়েছেন। প্রথমে কন্ট্রাস্টের ভাল বই ছিল। এখন আরও ভাল ভাল পয়েন্টস বেরোচ্ছে। বাবা বলেন দিন প্রতি দিন তোমাদের অনেক গুহ্য কথা বলি। সব জ্ঞান একসাথে দেওয়া যাবেনা। প্রথমে জ্ঞানযুক্ত হালকা মাপের পয়েন্টস বলা হয়েছে। দিন প্রতিদিন যেসব গুহ্য হতে থাকছে। সব গুহ্য কথা একসাথে কিভাবে বলা যায়। যা এখন বোঝানো হচ্ছে সেসব কল্প পূর্বেও বোঝানো হয়েছিল , এতে সংশয়ের কোনো কথা নেই। এমন নয় প্রথমে বাবা এমন বলেছেন। এখন এমন বলছেন। আরে প্রথমে তো প্রথম ক্লাস হয়েছে। এখন অনেক পয়েন্টস বেরোচ্ছে আরও বেরোতেই থাকবে। যত দিন বেঁচে থাকবে বাবা তত দিন জ্ঞান শোনাবেন। বাবা কোনও গুহ্য রহস্য যদি বলেন তাহলে শোনানো হবে। এখন আমরা পড়ছি। শাস্ত্রবিদগণ শাস্ত্র গুলি মুখস্থ করেন। এবারে ১৮ টি অধ্যায় তো নেই। ইনি হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান শোনাতে থাকেন। উনি পিতা , উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর , শান্তির সাগর। এই দুনিয়ায় তো কিছুই নেই। প্রেমও নেই , জ্ঞানও নেই। সেসব শুধুমাত্র কথার সাগর।

মানুষ বলে তিনি হলেন সর্বব্যাপী। আমরাও তাই কিন্তু ওঁনার মহিমা সর্বোচ্চ। সব ভক্ত সাধু ইত্যাদি ওনাকেই স্মরণ করে। দুঃখে আছে তবেই বলে নির্বাণ ধামে ফিরে যাই। সে তো তখনই সম্ভব যখন নির্বাণ ধামের মালিক এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। স্বর্গের উপহার বাবা বাচ্চাদের জন্যে নিয়ে আসেন। নিজে স্বর্গের মালিক হন না। বাবা স্বর্গের উপহার দেন। তারপর রাবণ এসে দুঃখ দেয়। দুঃখকে উপহার বলা হবেনা। স্বর্গের উপহারের চাবি কাঠি দিয়েছেন কন্যাদের হাতে। কন্যারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে। কন্যারা নিজের মিত্র আত্মীয় জনদের বোঝাতে পারে -- আমরা পারলৌকিক মাতা পিতার কোলে স্থান নিয়েছি। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) গৃহস্থকে আশ্রমে অর্থাৎ পবিত্র করতে হবে। পবিত্রতাতেই শক্তি, পবিত্রতাতেই সম্মান রয়েছে, তাই যোগবল ও পবিত্রতার বল জমা করতে হবে।

২) অতি প্রিয় হলেন একমাত্র বাবা, ওঁনার কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হয়ে পুরানো দুনিয়া থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে হবে।

বরদান :- ট্রাস্টি স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে একরস স্থিতির অনুভবকারী নির্লিপ্ত ও প্রিয় হও।

ব্যাখা: যখন নিজেকে ট্রাস্টি ভেবে থাকবে তখন প্রতিটি পরিস্থিতিতে স্থিতি একরস থাকবে কারণ ট্রাস্টি অর্থাৎ নির্লিপ্ত ও প্রিয় হওয়া। গৃহস্থ অর্থাৎ অনেক রকমের রস , আমার আমার ভাবের প্রবনতা বেশি। কখনও আমার ঘর , কখনও আমার পরিবার। গৃহস্থ স্বরূপ অর্থাৎ অনেক রসে ঘুরে বেড়ানো। ট্রাস্টি স্বরূপ অর্থাৎ একরস। ট্রাস্টি সর্বদা হালকা এবং সর্বদা উত্তরণ কলায় ব্যাস্ত থাকবে। তার মধ্যে আমার ভাবের মমত্ব থাকবেনা, দুঃখের ঢেউ আসবেনা না ।

স্লোগান - সন্তুষ্টতা ও সরলতার ভারসাম্য রাখা-ই হল শ্রেষ্ঠ আত্মার লক্ষণ ।